বাগদাদ থেকে দামেশক-(পর্ব-২)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
শামে চলমান জিহাদের ইতিহাস জানতে হলে প্রথমে ইরাকের ইতিহাস জানতে হবে। আর ইরাক জিহাদ যারা সৃষ্টি করে ছিলেন তারা হলেন জিহাদের পূণ্য ভূমী আফগানের আধ্যাতীক সন্তান। আফগানস্থানের রয়েছে হাজার বছরের জিহাদী ইতিহাস।সেই ইতিহাস টেনে এখানে স্থুপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।
.
১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে উসমানী খেলাফত ধ্বংস হলেও, মূলত ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আমরা মুসলিমরা পরাজিত শক্তি। প্রায় তিন শত বছর ক্রসেডারদের বিরুদ্ধে আমাদের উল্লেখযোগ্য কোন বিজয় অর্জন হয়নি। ফ্রান্স,ব্রিটেন,জার্মান ইত্যাদী সাম্রাজ্যবাদী গুষ্ঠিগুলো গোটা আরব বিশ্বকে ভাগাভাগি করে খাচ্ছিলো। তখন আরব বিশ্ব থেকে ইসলাম অনেকটা বিতারিত হয়ে ভারতবর্ষে আশ্রয় নেয়।
.
রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান তালেবানদের বিজয় ছিলো বদর যুদ্ধের মত ঐতিহাসীক ঘটনা। তিনশত বছর ধরে পরাজিত,ক্ষয় প্রাপ্ত মুসলিম জাতির গলায় বিজয়ের মালা পড়িয়ে তালেবান হয়ে ওঠে বিশ্বমুসলিমের একমাত্র আশার আলো। রাসূল সঃ এর ইন্তেকালের পর বদরী সাহাবীদের যেমন সকলে সম্মান করতো। তেমনি আফগান যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদীনকে বর্তমানে জিহাদের ময়দানে সম্মান করা হয়। তাদের সিদ্ধান্তকে শীরধার্য মনে করা হয় (এ কথাটি মনে রাখবেন সামনে প্রয়োজন হবে)। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আল্লাহর প্রিও বান্দারা আফগানে মিলিত হতে থাকে। আফগানকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিশ্ব জয়ের স্বপ্ন দেখে মুসলিম উম্মাহ।
.
আরব থেকে আফগান জিহাদে আসা হাজার হাজার মুহাজিরীনের ভিড়ে এক যুবক ছিলো, যার নাম আহমাদ ফাদেল। অদ্ভূত ভাবগাম্বীর্যের ছাপ তার চেহাড়ায়। জর্ডানের যারক্বাও শহরে তার বাড়ি। তিনি ফিজিক্স ও কেমেস্ট্রির ছাত্র। তার নিজ হাতে তৈরী বোমা মুজাহিদীনকে অনেক বিজয় এনে দিয়ে ছিলো। ১৯৮৯ সালে তিনি আফগানে হিজরত করেন। রাশিয়ার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় পাঁচমাস যুদ্ধ করার সুযোগ পান। আফগানিস্তানে তিনি আল-কায়দার ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষখ হিসে কাজ করেন।
.
১৯৯৪ সালে আহমদ ফাদেল জর্ডানে ফিরে যান।জর্ডান সরকার তাকে গ্রেফতার করেন। নাশকতার অভিযোগ এনে তাকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। বন্ধী জীবনে তিনি আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসীর সান্যিদ্ধ লাভ করেন। ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদী কার্যক্রমের অভিযোগ এনে শাইখ মাকদিসীকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়ে ছিলো। মাকদিসী এখনও জর্ডান জেলে বন্ধী।
.
১৯৯৯ সালে জর্ডানের নতুন সরকার সকল কয়দীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করেন। তখন আহমদ ফাদেল জেল থেকে মুক্তি পান। পুনরায় তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ আনা হলে তিনি আফগানে চলে আসেন। তিনি শাইখ উসামার সান্যিদ্ধ লাভ করেন।আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি এক পা হারান। কৃত্রিম পা দিয়েই তিনি চলতেন। ৯/১১-এর পর যখন আমেরিকা তোরাবোরা পর্বত মালায় আল-কায়দাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে,তখন তিনি গিরীপথ ধরে ইরানে চলে আসেন। ইরান থেকে লেবানন হয়ে পরে ইরাকে প্রবেশ করেন।

.
২০০৩ সালে আহমাদ ফাদেল ইরাকে একটি নতুন গ্রুপ তৈরি করেন। "জামা'আতে তাওহীদ ওয়াল জিহাদ" নামে এই দলটি ইরাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। আহমাদ ফাদেল নতুন উপাদী গ্রহন করে। আবু মুসআ'ব আজ-জারকায়ী এই নামে তিনি প্রশিদ্ধি লাভকরেন। ২০০৪ সালে জারকায়ী এক আমেরিকান জিম্মীকে জবাই করে হত্যা করেন।অনলাইনে সেই ভিডিও ছড়িয়ে দেন।আমেরিকান সৈন্যরা ভিডিও দেখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। অনেকে আত্মহত্যা করে।
.
২০০৬ সাল,শাইখ জারকায়ী উসামা বিন লাদেনকে বায়াত দিয়ে ছিলেন ২০০৪ রে। ফলে "জামাআতে তাওহীদ ওয়াল জিহাদ" আল্-কায়দার অঙ্গসংঘটন হয়ে যায়। ইরাকে একাধিক জিহাদী গ্রুপ ছিলো। আল-কায়দা ছিলো তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী। মুজাহিদীনের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে আল-কায়দা সকল জামাতের অংশ গ্রহণে একটি ঐক্য পরিষদ ঘঠন করে। মাজলিসে শুরা আল-মুজাহিদীন নামে এই ঐক্য পরিষদের অধিনে জিহাদী গ্রুপগুলো কাজ করতে থাকে। প্রতিটি গ্রুপ তাদের ব্যক্তিগত কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। মাজলিসু শুরা আল-মুজাহিদীন নামের অধিনে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করে। এই পরিষদের প্রধান ছিলেন আবু মুস'আব আজ-জারকায়ী। শাইখ উসামার নির্দেশেই ইরাকে এতো বড়ো ঐক্য তৈরি হয়।
.
মাজলিসু শুরা আল-মুজাহিদীন এর অন্তরভূক্ত জিহাদী গ্রুপগুলোন তালিকা।
১: জামাআতে তাওহীদ ওয়াল জিহাদ।
২: জাইশু তায়েফায়ে মানসুরা।
৩: সারিয়া আনসার আত-তাওয়হীদ।
৪: সারিয়াল জিহাদ আল-ইসলামিয়া।
৫: সারিয়া আল-গুরাবা।
৬: কাতাইবু আহওয়াল।
৭: জাইশু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।
৮: কাতাইবু আল-মুরাবিতীন।
৯: কাতাইবু আল-আনবার।
.
একটি ভুল সংশোধন। আমি আইএস সমর্থকদের একথা দাবি করতে দেখেছি যে, তারা বলে: শাইখ বাগদাদী আল-কায়দাকে কেন বাই'আত দিবেন ..? অথচ বাগদাদীর নিজস্য একটি জিহাদী গ্রুপ আছে। বাগদাদী নিজ পকেটের টাকা দিয়ে সেই গ্রুপটি চালান। গ্রুপটির নাম হলো "জামাআতে তাওয়াহীদ ওয়াল জিহাদ "।
.
উপরে আইএস সমর্থকদের এই দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানওয়াট, গাজাখুরী। কারণ আপনারা জানেন যে "জামাতে তাওয়হীদ ওয়াল জিহাদের" প্রতিষ্ঠাতা সয়ং আবু মুসআব আজ-জারকায়ী। এবং তিনি উসামা রঃ কে বায়াত দেয়ার কারনেই "জামাতে তাওহীদ ওয়াল জিহাদ" আল-কায়দা ইন ইরাক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুতরাং বাগদাদী কে "জামাতে তাওহীদ ওয়াল জিহাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলা মিথ্যাবাদীদের পক্ষেই সম্ভব। সেই সময় বাগদাদী "জাইশু আহলি আস-সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ" এর শুরা সদস্য ছিলো। কিন্তু আফসোস,

আমাদের দেশীও আইএস সমর্থকরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য যতসব মিথ্যার জন্ম দেয়।

.

২০০৬ সালের ৮ জুন আমেরিকার বিমান হামলায় শাইখ আবু মুসআব আজ-জারকায়ী শহীদ হন। শাহাদাতের পর তার লাশকে আমেরিকানরা অনেক অপমান করে। শাইখের ছবি টাইলসের উপর ফিট করে আমেরিকার সদর দফতরের সিড়িতে সেই টাইলস ব্যবহার করা হয়। শাইখের খণ্ড-বিখণ্ড লাশের ছবি শহরের বিভিন্ন বিলবোর্ডে ঝুলিয়ে রাখা হয়। আল্লাহ শাইখকে শহীদ হিসেবে কবুল করুক।